তারিখ 28 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

দৈনিক
ইনকিলাব

সাদুল্যাপুরের ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগে ৯ লাখ টাকা ডোনেশন আয় করে প্রধান শিক্ষকের আত্মসাৎ

গাইবান্ধা জেলা সংবাদদাতা ঃ জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলার ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সরকার কর্তৃক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ডোনেশনের প্রায় ৯ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল, জনসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে।

অভিযোগে জানা যায়, সাদুল্যাপুর উপজেলার ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শূন্য পদে ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য গত ২০ সেপ্টেম্বর নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ৩৩ জন অংশ নেয়। কিন্তু পরীক্ষা নেয়ার পর বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে ৮ পদের বিপরীতে ১৪ জনের নিকট থেকে ১২ লক্ষাধিক টাকা ডোনেশন দাবী করে। নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা নিয়োগ পাওয়ার পর কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের কাছে ধর্না দেয়। নিয়োগ প্রদানে টালবাহনা করতে থাকে। এর এক পর্যায়ে কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ৮ লক্ষাধিক টাকা ডোনেশন নিয়ে কমিটির সভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিয়োগ পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদেরকে নিয়োগ প্রদান করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ডোনেশনের প্রায় ৮ লক্ষাধিক টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা বলে নিজের কাছে রেখে দেয়। বিষয়টি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্য ও অভিভাবকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে ডোনেশনের টাকা ব্যাংকে জমা দান বা অন্যথায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ বাতিলের দাবী ওঠে। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক ডোনেশনের টাকা গ্রহণের কথা অস্বীকার করলে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অভিভাবকসহ সর্বস্তরের সাধারণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গত ২ অক্টোবর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সরকার কর্তৃক ডোনেশনের ৮ লাখসহ ৯ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। আফছার উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আব্দুল আউয়াল সরকার (রাজা), ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আশরাফ আলী, সিরাজুল ইসলাম, আবদুল বাকী, মতিয়ার রহমান, সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, এই ৭ শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারীর নিকট থেকে ৮ লক্ষাধিক টাকা ছাড়া ও ২০০০ সালে ৩ শিক্ষক নিয়োগের জন্য আরও ১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা আদায় করে প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করেছে।

উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ডোনেশনের প্রায় ৯ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের বরাবরে দেয়া হয়েছে। এই ডোনেশনের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করা হচ্ছে।